গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা
www.moha.gov.bd



নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৪.২৭.০০৬২.২৫-৩৮৫

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪৩৩ / ০৭ অক্টোবর ২০২৬

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব টুটুল চক্রবর্তী (বিপি-৭২০১০৫৬০৮৯), অতিরিক্ত ডিআইজি হিসাবে রাজশাহীতে কর্মকালীন তাঁর অনুকূলে গত ১৪ ও ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ ০২ (দুই) দিনের কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি ছুটি এবং ১৬, ১৭ ও ১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ ০৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর হয়। তিনি ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পূর্বাহ্নে বিধি-বহির্ভূতভাবে প্রস্থান প্রতিবেদন দাখিল ব্যতিত পরিচয় গোপন করে নিজেকে ডিআইজি, রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহী পরিচয় দেন এবং ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার করে শাহ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী হতে আনুমানিক সকাল ১০:২০ ঘটিকায় ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের বিএস-১৬২ ফ্লাইটযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তিনি ইতঃপূর্বে কয়েকবার রাজশাহী বিমানবন্দরে নিজেকে ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ পরিচয় দিয়ে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার করে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার নজরে আসেন এবং তা জনসম্মুখে পুলিশের ভাবমূর্তিকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। ছুটিতে গমনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান প্রতিবেদন দাখিল না করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কর্মস্থল ত্যাগ ও নিজেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসাবে পরিচয় প্রদান করে তিনি বিভাগীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজ করেছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে গত ০৫-০২-২০২৬ তারিখ তাঁর বিরুদ্ধে ০৬২/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য গত ০২-০৪-২০২৬ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ০৭-০৫-২০২৬ তারিখে তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে **'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে** এবং তিনি গত **২৩-০১-২০২৬ তারিখ হতে পলাতক রয়েছেন** মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক কেন তাঁকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ১৬-০৬-২০২৬ তারিখ ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল করেননি; এবং

০৫। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় জনাব টুটুল চক্রবর্তী (বিপি-৭২০১০৫৬০৮৯)-কে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে গত ২৩-০৭-২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে গত ১৪-০৯-২০২৬ তারিখে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হতে

০৬। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতি বিধায় এ বিভাগীয় মামলায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' সূচক গুরুদন্ড আরোপের নিমিত্ত গত ০৫-১০-২০২৬ তারিখ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব টুটুল চক্রবর্তী (বিপি-৭২০১০৫৬০৮৯), অতিরিক্ত ডিআইজি (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, রাজশাহীতে সংযুক্ত)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং এবং গত ২৩-০১-২০২৬ তারিখ হতে কর্মস্থল হতে পলাতক থাকায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে **'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'** গুরুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

০৭/১০/২৬

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব

নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৪.২৭.০০৬২.২৫- ৩৫৫

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪৩৩ / ০৭ অক্টোবর ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়/জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন/বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৩। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বর্ণিত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় জারির অনুরোধসহ)।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (শৃঙ্খলা/পুলিশ অনুবিভাগ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
০৬। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিবের সদয় অবগতির জন্য)।
০৭। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, হিসাবভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৮। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৯। জনাব টুটুল চক্রবর্তী (বিপি-৭২০১০৫৬০৮৯), বর্তমানে চাকরি হতে বরখাস্তকৃত ও সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি, রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, রাজশাহীতে সংযুক্ত।
১০। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। অফিস কপি।

০৭/১০/২৬

রোকেয়া পারভীন জুঁই
উপসচিব